একাত্তরের মহাকবি

মোহাম্মদ জাফর সাদেক

একাত্তরের মহাকবি

মোহাম্মদ জাফর সাদেক

জনছবি প্রকাশন

একাত্তরের মহাকবি

মোহাম্মদ জাফর সাদেক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
Email : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-93261-9-9

প্রচ্ছদ
সোহাগ পারভেজ

মূল্য : ১৬০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.com
www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

.....

Ekattorer Mohakobi, by **Zafar Sadek**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekusher Boimela, 2018.
Price Taka 160.00, US $ 6

উৎসর্গ

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ ও দু'লক্ষ
মা বোনের আত্মত্যাগের প্রতি

মুখবন্ধ

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সমার্থক। বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির নিজস্ব রাষ্ট্র স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এর স্বপ্নদ্রষ্টা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সোয়া দুইশত বছরের শোষণ, বঞ্চনা আর পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে জাতিসত্ত্বায় রূপান্তর ও জাতিরাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামের ইতিহাস সুদীর্ঘ হলেও বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব ও ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত রূপ নেয়। ৭ মার্চের ভাষণ শুনলে এখনও প্রতিটি বাঙালির রক্তে আগুন ধরে, প্রতিটি লোম দাঁড়িয়ে যায়। কেনো আগুন ধরে? কেনো প্রতিটি লোম দাঁড়িয়ে যায়? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই মূলত এই কাব্যগ্রন্থটির অবতারণা। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি অতি সম্প্রতি ইউনেস্কো কর্তৃক 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ঘোষণা করে বস্তুত জাতিসংঘই মহিমান্বিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ প্রতিটি বাঙ্গালির রক্তের কণায় কণায় এখনও প্রোথিত আছে এবং যতোদিন বাঙালি থাকবে, বাংলাদেশ থাকবে– ততোদিন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ অম্লান রবে। আমি বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ও ঐতিহাসিক এই ভাষণটির দর্শন খোঁজার ক্ষুদ্র চেষ্টা করেছি এই কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে। বইটিকে আলোর মুখ দেখাতে যারা উৎসাহ ও সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে বন্ধুবর শফিউল আজম শাহীন, কবি জিয়াউল হক ও কবি জসীম উদ্দিন মুহম্মদ অন্যতম। তাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। বইটির সকল ভুলত্রুটি ক্ষমার্হ হবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

মোহাম্মদ জাফর সাদেক
জামতলা, ময়মনসিংহ
১২ জানুয়ারি, ২০১৮

১

প্রস্ফুটিত হয়নি তখন জাতি-পুষ্প দৃষ্টি কোণে,
পত্রপুটে অ-মঞ্জুরিত জাতিসত্ত্বার শতদল,
রাষ্ট্রের বীজ সুপ্ত বঙ্গমাতার অনাগত ভ্রুণে।
প্রজার ভালে অমোঘ নিয়তি, সময়ের শিকল।
সময়ের খাঁচায় ঘুর্ণি খায় সাদামাটা জীবন
না জাত না জাতীয়তা না পাত না কোনো আত্মীয়তা,
শুরু হয়ে যায় মাৎসন্যায় বাংলায়, যখন
ঘরে ঘরে সলতে পাকায় চৈতন্যের শিখা-লতা।

চেতনার প্রথম বীজ বাংলা সন প্রবর্তনে,
অঙ্কুরিত হতে চায় জাতি জাতীয়তার বীজ,
কৃষককুল বাঁধা পরে একই সুরে ঐকতানে,
সত্ত্বায় ঠিকানা পেতে চায় বাঙালির নিজ নিজ।
সব যেনো অস্পষ্ট আবছা আলো-আঁধারির খেলা,
বয়ে যায় তবুও নদীর পানি, মেঘে মেঘে বেলা।

২

না গোত্রপতি, না সামন্তপ্রভু না আঞ্চলিক রাজা
না কোনো সম্রাট, কেউ ছিলো না জনগোষ্ঠীর নেতা,
দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য জয়, শাসনে-শোষণে প্রজা
সাধারণ মানুষের মনে রেখাপাত করেনি তা।
নীরব নিস্তব্ধ নিশ্চল গ্রামে আলোড়ন তুলতে
পারেনি কেউ,শাসক আর শাসিতের বিভাজন
রেখাটি ছিন্ন করতে পারেনি, পারেনি তা ভুলতে
উপেক্ষিত,অবহেলিত ও নিপীড়িত অভাজন।

রাজা-বাদশাহর সঙ্গে ছিলো প্রজার দূর-বাস
সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু ফেলেনি ছাপ পক্ব-কেশে
হিন্দু ঢালে সু-পাত্রে জল, মুসলমান করে চাষ
‘রাজা যায় রাজা আসে’, তাতে কার কী যায় আসে?
রাজনীতিতে জনগণ যেন প্রান্তের মতবাদ,
গায়ে গতরে খাটে রাজা-টাজা এ মহাপরমাদ।

৩

বাংলার বুকে পিঠে অবিশ্বাসের ছুরি বসায়
নিমকহারাম মীরজাফরের বেঈমান হাত,
স্বাধীনতার লাল সূর্যটা এই প্রথম অস্ত যায়
করুণ পরিণতি বাংলায় গহীন আঁধার রাত।
পরাধীন বাংলা যে ব্রিটিশ বেনিয়ার খপ্পড়ে,
শাসন শোষণ আর বঞ্চনার সে দীর্ঘ অধ্যায়,
বাংলার জমিনে দুর্যোগের সে দীর্ঘ ছায়া পড়ে
দ্রোহের নতুন বীজ দানা বাঁধে চিন্তা চেতনায়।

ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে রাজনীতির আকাশে
বিপিন পাল, সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন দাস,
সুভাস বসু, শেরেবাংলা ফজলুল হক আসে
জ্বলজ্বলে তারকা হয়ে আজও করে বসবাস।
জনতাকে আকৃষ্ট করেছে বহু পরিমাণে সত্য,
শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উঠতি ধনী-শ্রেণি মাত্র।

৪

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগটা ছিলো খেলা চতুর
দ্বিজাতিতত্ত্ব ছিলো কতো বড় রাজনৈতিক ভুল,
চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তা একাত্তর,
ত্রিশ লক্ষ বাঙালির আত্মা দিয়েছে সেই মাশুল।
বাঙালি চেতনার সাথে অঙ্গাঅঙ্গি আছে জড়িয়ে
হাজার বছরের জীবনাচরণ মিলে মিশে আছে,
হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাইকে নিয়ে
বাঙালির উত্তরাধিকার বহন করে চলছে।

গড়ে উঠবে না বাঙালিসত্ত্বা অস্বীকারে বর্জনে
তিরস্কারে, নিজের পিতাকে কে-বা অস্বীকার করে?
মনসা-মঙ্গল, রামায়ণ আমাদের সর্ব-জ্ঞানে
ইউসুফ-জুলেখা, সোনাভানও আমাদের ঘরে,
কেউ কাউকে বাদ দিয়ে নয়, নিতেই হবে সাথে,
মুজিব ঢুকে বাঙালি চেতনার পরতে পরতে।

৫

সি আর দাশের ব্যাঙ্গলপ্যাক্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্তের
চেতনায়, স্পর্শ করেনি তা সাধারণের অন্তর,
সোহরাওয়ার্দী বাঙালি না হয়েও বাংলা চিত্তের
অখণ্ড বাংলা গঠনের স্বপ্নেই ছিলো বিভোর।
নেতাজী সুভাস বসুকে দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম
স্বাধীনতা, গড়তে চেয়েছিলেন নিজ রাষ্ট্র তবে,
সেখানে ছিল না জাতিরাষ্ট্রের সুস্পষ্ট নাম-ধাম
বলেননি জাতীয়তাবাদের উপাদান কী হবে?

হক-ভাসানীর যাদু বাংলার কৃষককে নাড়া
দিলো ঠিকই, কিন্তু জাতীয়তাবাদের সিন্ধুপাড়ে
যে ঢেউ তুলেছিলো শেখ মুজিব, তা পারেনি তারা
যে তুফান তুলেছিল এক অঙ্গুলি হেলন-তোড়ে।
বাঙালির মুক্তির চৈতন্যে উঠেছিলো এক ঢেউ,
সে ঢেউয়ের সামনে টিকতে পারেনি আর কেউ।

৬

মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম, ভাবশিষ্য
তুমি তাঁর, হতে পারতো সে স্বপ্নদ্রষ্টা বাংলার,
শেষ বয়সে পথভ্রষ্ট সে, মুজিব তুমি নমস্য
পথ হারালে না শত পথের ভিড়েও একবার।
চেতনার জাতীয়তাবাদকে রূপান্তর করলে
জাতিসত্ত্বায়, প্রতিষ্ঠা করলেই বাঙালির রাষ্ট্র,
সবাই ছুটছে জীবনের সমুদয় মুক্তি মেলে
শ্রেণিসংগ্রামের মাঝে তুমি নও পথভ্রষ্ট।

তুমি খুঁজতে লাগলে কী উপায়ে বাংলার মুক্তি
সাম্রাজ্য-বিরোধী, গণতান্ত্রিক-সাম্য রাষ্ট্রের প্রশ্নে
পরিকল্পিত জাতীয়তাবাদেই বাংলার শান্তি,
অসাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্রের জন্য বিভোর স্বপ্নে।
যে স্বপ্ন কেউ দেখায়নি, কেউ কথা দেয়নি ঠিক,
কথা রেখেছিলো বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিব।

৭

সোহরওয়ার্দী-হক-ভাসানীর যুক্তফ্রন্ট নিয়ে
তরুণ শেখ মুজিব ছোটে বাংলার ঘরে ঘরে,
মুসলিম লীগের নাম-নিশানা যায় মুছে-ধুয়ে
বাংলার মাটি থেকে, যুক্তফ্রন্ট বিজয়ের পরে।
বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দ্বিতীয় ধাপে।
হক সাব মুখ্যমন্ত্রী হয়ে শপথ গ্রহণ করে
পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ষড়যন্ত্র-খাপে,
দু-মাসের মধ্যে হক সাহেবকে বরখাস্ত করে।

যুক্তফ্রন্টের তরুণ নেতা শেখ মুজিব হলো মূল,
ওরা হিসেব কষেই বুঝে নিয়েছিলো ঠিক মতো
মুজিবকে গ্রেফতার ছাড়া রক্ষা হবে না দু-কূল,
বাঙালিকে দাবিয়ে রাখতে ওরা ঠিক পারবে তো?
ইতিহাসের পরিক্রমায় হয় না তো কোনো ভুল,
শেখ মুজিব থেকে তুমি হয়ে গেলে বঙ্গশার্দুল।

৮

চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট সরকার নিয়ে চক্রান্ত চলে
শেরেবাংলার মন্ত্রিসভা বরখাস্ত হতে পারে
শেরেবাংলা ফজলুল হককে পরামর্শ দিলে,
বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন যেনো শুরু করে।
শের-ই- বাংলা ফজলুল হকের সাড়া না পেয়ে
চিন্তায় পড়েছো, হতাশ হওনি ছাড়োনি তো হাল
আয়ুব খান এসেই মুজিবকে জেলে গেলো নিয়ে,
মণিসিংহ, খোকার সাথে জেলে বৈঠক বহাল।

না। পাকিস্তানের সাথে আর নয় বলেই ফেললে,
ওদের আপত্তি সত্বেও তুমি স্বাধীনতার পথে
'চীনের ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব'-এ আটকে গেলে
ভাসানী, সোহরাওয়ার্দীর হঠাৎ মৃত্যু বৈরুতে
মুজিবের পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতির কফিনে,
শেষ পেরেক মারতে রইলো না তো বাঁধা, বাধঁনে ।